১০ম কর্পোরেশন সভা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১০ম কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	০২/০৫/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১৭/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	ঃ	দুপুর ১২ : ৩০ টা
স্থান	ঃ	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, (বাড়ী নং-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার শুরুতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। কোরআন থেকে তেলাওয়াত, দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব আনসারুল করিম।। মাননীয় মেয়র, সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

মাননীয় মেয়র নতুন প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা'কে উপস্থিত সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। নতুন প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা নিজের পরিচিতি ও কাজের আগ্রহ প্রকাশ করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টের বিপন কুমার সাহা, বিএন ডিএনসিসি-তে কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কাজ করার সূত্রে তিনি সকলের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছেন সে জন্য সকলের প্রতি বিশেষ করে মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থয়ী কমিটির সদস্যবৃন্দের, প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। অতঃপর মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	
০১	বিগত ২১/০৭/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিগত ২১/০৭/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২১/০৭/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ৯ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	
০২	৯ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর যে সকল সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়নাধীন আছে তা যথাযথ তৎপরতায় সমাপ্ত করতে হবে মর্মে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	৯ম কর্পোরেশন সভার যে সকল সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়নাধীন আছে তা যথাযথ তৎপরতায় সমাপ্ত করতে হবে।	

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th></th></tr>
<tr>
<td>০৩</td>
<td>নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানীর পশু জবেহকরণ ও দ্রুত বর্জ্য অপসারণ প্রসঙ্গে</td>
<td>
<u>গত বছরের বাস্তবায়ন</u> চিত্রঃ গত বছর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ০৫ টি অঞ্চলে ৩৬ টি ওয়ার্ডে পশু কোরবানির জবাইয়ের ২৭৬ টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ১৬৬ টি স্থানে পশু জবাই করা হয় এবং ১১০ টি স্থানে পশু জবেহ হয়নি। সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত স্থানের বাইরে কোরবানির পশু জবেহ করার বিষয়ে গণনা করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রধান সড়কে পশু জবাই করতে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে জনগণ অনেক সচেতন ছিল।

<u>আসন্ন ঈদ-উল-আযহার প্রস্তুতিঃ</u>
(ক) সম্পত্তি বিভাগ কর্তৃক কোরবানীর জায়গা, ইমাম ও কসাই নির্ধারণঃ সম্পত্তি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত এ বছর আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে অঞ্চল ভিত্তিক স্থান, ইমামদের সংখ্যা ও কসাইগণের সংখ্যা নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>অঞ্চল</th><th>পশু জবাইয়ের স্থানের সংখ্যা</th><th>ইমামদের সংখ্যা</th><th>কসাইদের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td></td><td>অঞ্চল-১</td><td>৬৮</td><td>৬৮</td><td>২৫</td></tr>
<tr><td></td><td>অঞ্চল-২</td><td>৯৪</td><td>৫৩</td><td>৯৫</td></tr>
<tr><td></td><td>অঞ্চল-৩</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>অঞ্চল-৪</td><td>১৩৬</td><td>২৪৪</td><td>৯৩</td></tr>
<tr><td></td><td>অঞ্চল-৫</td><td>২৪১</td><td>৩২৫</td><td>১৪৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td></td><td>৫৩৯</td><td>৬৯০</td><td>৩৫৮</td></tr>
</table>
(খ) স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নঃ স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে এলাকা ভিত্তিক পশু কোরবানির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) কোরবানী সংশ্লেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাঃ উপর্যুক্ত বিষয়ে বিগত ০৪ মে ২০১৬ খ্রিঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে জনাব আব্দুল মালেক, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোরবানীর পশু সুনির্দিষ্ট স্থানে জবাইকরণ ও দ্রুত বর্জ্য অপসারণের বিষয় করণীয় নির্ধারণে আলোচনা হয়। আলোচনায় নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচী ছিলঃ
ক) প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি নির্দিষ্ট স্থান ও নির্বাচিত স্থানের প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন।
খ) কসাইদের তালিকা প্রণয়ন।
গ) কোরবানীর পশু জবাইয়ের জন্য ইমামগণের তালিকা প্রণয়ন।
ঘ) প্রচারণার প্রক্রিয়া নির্ধারণ।
ঙ) মনিটরিং কমিটি গঠন।
২। আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডিজিসহ অনেকে অংশ গ্রহণ করেন এবং আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ উঠে আসেঃ

ক) প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক বা একাধিক কমিটি গঠন।

খ) কোরবানীর পশু জবাইয়ের জন্য স্থান নির্ধারণ। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে ২০৪ (দুইশত চার) টি স্থানের তালিকা দেয়া হয়। ধারণা করা হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আগামীতে কোরবানীর ৩ দিনে প্রায় ১.৫ (দেড়) লক্ষ পশু কোরবানী হবে। প্রথম দিন যদি ৬০-৭০% কোরবানী হয় তা হলেও প্রায় ৭০,০০০-৮০,০০০ পশু
</td>
<td>
১। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণ গরু কোরবানীর সংখ্যা জেনে রিপোর্ট করবে।
২। নির্ধারিত স্থানে কোরবানী করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইমাম ও কসাই নির্ধারণ করার প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৩। কোরবানী দাতাগণ প্রধান সড়কে কোরবানী না করে সে বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ নিশ্চিৎ করবেন।
৪। কোরবানী করার ৬ ঘন্টার মধ্যে রক্ত অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৫। নির্দিষ্ট স্থানে/মাঠে কোরবানীর জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলর নিজ নিজ এলাকায় একটি করে লিফলেট বিতরণ এবং মাইকিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৬। কোরবানীদাতাগণ যেন নির্দিষ্ট স্থানে/মাঠে কোরবানী করে সে বিষয়ে কাউন্সিলরবৃন্দ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৭। গরুর হাটের ইজারাদারগণ প্রতিটি গরুর সাথে নির্দিষ্ট মাপের একটি করে পলিথিন ব্যাগ ফ্রি প্রদান করবেন মর্মে কার্যাদেশে উল্লেখ করতে হবে।
৮। সম্মানিত সকল কাউন্সিলর এর অনুকূলে ২ বস্তা করে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক এর অনুকূলে ১০ বস্তা করে ব্লিচিং পাউডার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৯। খোলা ড্রেনে পশুর বর্জ্য যাতে না ফেলা যায় সে লক্ষ্য দ্রুত ড্রেনের স্লাব বসাতে হবে।
</td>
<td>
১। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ
২। প্রধান প্রকৌশলী
৩। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
৪। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
৫। প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা
৬। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ
</td>
</tr>
</table>

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	
		কোরবানী হবে (বেজমেন্টের কোরবানী বাদ দিয়ে)। সেভাবে একটি স্থানে ১০ টি জবাই এর জায়গা নির্ধারণ করলেও প্রায় ৩৫ টি করে অর্থাৎ এক স্থানে ৩৫০ টি পশু কোরবানী হবে, যা অসম্ভব। সুতরাং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কোরবানীর স্থান পুনঃ নির্ধারণ করে কমপক্ষে ৫০০ টি স্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গ) স্থান নির্ধারণে স্কুল, কলেজ, সরকারী কোয়ার্টার বা স্থাপনার খালী জায়গা ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়। যে সমস্ত স্থান নির্ধারণ করা হবে তাতে যেন নিম্নোক্ত সুবিধা থাকে ঃ ১) স্থান যেন বাঁধামুক্ত এবং যাতায়াতের সুবিধা সম্বলিত হয়। ২) স্থানটিতে সামিয়ানা বা জলপ্রতিরোধক তাবুর ব্যবস্থা থাকে। ৩) স্থানটিতে পর্যাপ্ত বসার সুবিধা থাকে। ৪) স্থানটিতে যেন পর্যাপ্ত পানির সুবিধা থাকে। ৫) স্থানটিতে যেন নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় থাকে। ৬) ব্যবস্থা যেন স্বাস্থ্য সম্মত হয়। ঘ) প্রতিটি স্থানে যেন একাধিক কসাই এবং তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা থাকে। ঙ) জবাইকারী ইমামদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদেরও নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা থাকে। চ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন থেকে কোরবানীর পশু জবাইয়ের স্থান এবং সে সমস্ত স্থানে পশু জবাই করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে যথেষ্ট প্রচারণা চালাতে হবে। ছ) সিটি কর্পোরেশনের কন্ট্রোলরুম গঠন করে সেখানে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। ৩। সভায় আগামী কোরবানীতে যাতে পশু যত্রতত্র জবাই না হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানী পশু জবাই হয় সে নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া হয়। এ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ভার সিটি কর্পোরেশনগুলি বহন করবে সে সম্পর্কেও নির্দেশনা দেয়া হয়। ৪। যে সমস্ত বিষয়াদি আলোচনা হয়েছে তা মূলতঃ প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার আওতাভূক্ত। যথোপযুক্ত কার্যক্রমের জন্য পেশ করা হলো। **(ঘ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কোরবানী সংশ্লেষে সভাঃ** মাননীয় মেয়র এর সভাপতিত্বে ১৬/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপঃ (১) কোরবানীর পশুর বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ (২) কোরবানীর পশু জবাইয়ের স্পট নির্ধারণ (৩) কোরবানীর পশু হাটের বাঁশ অপসারণ (৪) আকিজ গ্রুপ কর্তৃক ঈদের স্পন্সর সংক্রান্ত (৫) ঈদগাঁহ মাঠের প্যান্ডেল তৈরী (৬) কোরবানীর পশু জবাইয়ের নির্ধারিত স্পটে প্যান্ডেল তৈরী ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সরবরাহকরণ (৭) কোরবানীর পশু জবাইয়ের ইমাম ও কসাই নির্বাচন সংক্রান্ত (৮) পিসিএসপি'র প্রতিনিধিদের নিয়ে ঈদ-উল আযহার পূর্বে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ (৯) বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যান-যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ভাড়াকরণ	১০। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহে প্যান্ডেল তৈরী করতে ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। ১১। প্রতিটি মসজিদ/ঈদগাহে প্যান্ডেল নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। ১২। মসজিদ/ঈদগাহ এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ তার ওয়ার্ডের ঈদের প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য যথাসম্ভব সত্বর ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহ এর তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবেন। ১৩। গত ঈদ-উল ফিতর এর ন্যায় সম্মানিত কাউন্সিলরদের তালিকা অনুযায়ী মসজিদ/ঈদগাহের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর অনুকূলে ঈদ জামাতের প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ১৪। ঈদের দিন ও ঈদের পরের দিন কোরবানীর পশুর বর্জ্য অপসারণের তথ্যাদি আদান -প্রদানের লক্ষ্যে সকল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে রোষ্টার ডিউটি প্রদানের একটি অফিস আদেশ জারি করতে হবে। ১৫। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের তত্ত্বাবধানে প্রতি ওয়ার্ডে ৩-৫টি (প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী) নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানীর প্যান্ডেল নির্মাণ করতে হবে। ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে প্যান্ডেল প্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।	

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	
		(১০) ঈদের দিন কোরবানীর পশুর বর্জ্য অপসারণের জন্য অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োজিত করণের লক্ষ্যে অগ্রিম অর্থ বরাদ্দ (১১) ঈদের দিন ও ঈদের পরের দিন কোরবানীর পশুর বর্জ্য অপসারণের তথ্যাদি আদান -প্রদানের লক্ষ্যে সকল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে রোষ্টার ডিউটি ও কন্ট্রোল রুম নির্বাচন করণ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন বিপন কুমার সাহা, বিএন মাননীয় মেয়রসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বর্ণিত তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে সকল বর্জ্য অপসারণ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য মাননীয় মেয়র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ জানান। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি ওয়ার্ড-৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী বলেন, বিগত কয়েক দিনে কয়েকটি সভা করা হয়েছে। আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে রাস্তায় কোন ময়লা আবর্জনা থাকবেনা সে বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে। কোরবানীর ২৪ ঘন্টার মধ্যে বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় মেয়র বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণ গরু কোরবানীর সংখ্যা জেনে রিপোর্ট করবে। নির্ধারিত স্থানে কোরবানী করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিররবৃন্দ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইমাম ও কসাই নির্ধারণ করার প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোরবানী দাতাগণ প্রধান সড়কে কোরবানী না করে শাখা সড়কে কোরবানী যেন করে সে বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ তৎপর থাকবেন। কোরবানী করার ৬ ঘন্টার মধ্যে রক্ত অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানীর জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলর নিজ নিজ এলাকায় একটি করে হ্যান্ডবিল বিতরণ এবং মাইকিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্দিষ্ট স্থানের আশেপাশের কোরবানীদাতাগণ যেন নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানী করে সে বিষয়ে কাউন্সিলরবৃন্দ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি আরো বলেন, গরুর হাটের ইজারাদারগণ প্রতিটি গরুর সাথে নির্দিষ্ট মাপের একটি করে পলিথিন ব্যাগ ফি ব্যতীত প্রদান করার জন্য কার্যাদেশে উল্লেখ করতে হবে। সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর আলেয়া সারোয়ার ডেইজী পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ করার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, সম্মানিত সকল কাউন্সিলর এর অনুকূলে ২ বস্তা করে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক এর অনুকূলে ১০ বস্তা করে ব্লিচিং পাউডার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ওয়ার্ড-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বলেন, খোলা ড্রেনে পশুর বর্জ্য যাতে না ফেলা যায় সে লক্ষ্য দ্রুত ড্রেনের স্লাব বসানো প্রয়োজন। স্লাব না বসালে কোরবানী দাতাগণ কোরবানীর বর্জ্য ড্রেনে ফেলে দেয়। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র বলেন, ড্রেনের স্লাব বসানোর জন্য প্রধান প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ওয়ার্ড-২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন পবিত্র ঈদ-উল ফিতর এর ন্যায় পবিত্র ঈদ-উল-আযহাতেও প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫টি করে (মসজিদ/ঈদগাহে)		

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	
		ঈদ জামাতের প্যান্ডেল নির্মান এবং এর ব্যয় বাবদ প্রতিটি প্যান্ডেলের জন্য ২৫,০০০/- টাকা করে অনুদান প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন। মাননীয় মেয়র বলেন, সম্মানিত কাউন্সিলরগণ তার ওয়ার্ডের ঈদের প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য যথাসম্ভব সত্বর ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহ এর তালিকা তৈরী করে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রেরণ করবেন। সম্মানিত কাউন্সিলরদের তালিকা অনুযায়ী মসজিদ/ঈদগাহের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।		
০৪	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের জন্য জমি ব্যবহারের অনুমতি/হস্তান্তরের জন্য সেতু বিভাগের সহিত MoU সম্পাদন প্রসঙ্গে	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০১/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিনস্থ জোয়ার সাহারা মৌজার আর. এস দাগ নং-৬৩৪২অ জমির পরিমান-০.১৮৩০ একর, বনানী আ/এ মৌজার দাগ নং-৩৮১অ জমির পরিমান-০.৩৭১২ একর, ধামাল কোট মৌজার দাগ নং-৯৩অ এর জমির পরিমান-০.৩২১৮ একর সেতু বিভাগ'কে ব্যবহার করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। সে মতে উল্লেখিত ভূমি ব্যবহারের অনুমতি/হস্তান্তরের জন্য সেতু বিভাগ কর্তৃপক্ষ একটি খসড়া Memorandum of understanding (MoU) প্রেরণ করেছেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমির অবস্থান ও পরিমান আর.এস. মৌজা-জোয়ার সাহারা, বনানী আ/এ এবং ধামালকোর্ট, সিটি জরিপ মৌজা-বনানী আ/এ, মহাখালী, তেজগাঁও, বড় মগবাজার মোট মৌজায় ১.১৫৩৬ একর (প্রায়)। বর্ণিত ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সভাপতিত্বে গত ০৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার ৬.২ "প্রকল্পের ম্যাপ, নকশা ইত্যাদি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে দাখিল হলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জমি ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য বোর্ড মিটিং এ উত্থাপন করবে।" সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেতু বিভাগ'কে ডিএনসিসির জমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান এবং এ সংশ্লেষে Memorandum of understanding (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ড সাভায় উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় মেয়র এ বিষয়ে উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এখানে সিটি কর্পোরেশনের জমিসহ অনান্য সংস্থার জমি ব্যবহৃত হবে। ওয়ার্ড-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বলেন, ডিএনসিসি'র জায়গা ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া যায়; তবে ডিএনসিসি'র প্রয়োজন হলে বর্ণিত জায়গা ফেরত দিতে হবে এবং ডিএনসিসি'র যদি কখনো সেতু বিভাগের জায়গা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জায়গার প্রয়োজন হয়, সে জায়গা ডিএনসিসি'কে ব্যবহারের জন্য সরকার যেন অনুমতি প্রদান করে। উপস্থিত সকলেই এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	১। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেতু বিভাগ'কে ডিএনসিসির জমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। ২। ডিএনসিসি'র ১.১৫৩৬ একর (প্রায়) ভূমি ব্যবহারের অনুমতি/হস্তান্তরের জন্য সেতু বিভাগ কর্তৃপক্ষের সাথে Memorandum of understanding (MOU) স্বাক্ষর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী ২। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৬- ১৩৩২ (৭০) তারিখ- ২৮/০৮/২০১৬খ্রি.

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-............./সংরক্ষিত আসন নং.................. ।
২) বিভাগীয় প্রধান.. ।
৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল............................... ।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

২৮/০৮/১৬

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সচিব (অঃ দাঃ)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন